সমকাল

তারিখ ... 22 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষকের অভিনব জালিয়াতি

■ আহমেদ কুতুব, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে স্নাতক এবং ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। অথচ চট্টগ্রামের একটি মাধ্যমিক স্কুলে শুধু এইচএসসি সার্টিফিকেট দিয়ে ১১ বছর ছিলেন প্রধান শিক্ষকের পদে। শুধু তাই নয়, যোগ্যতা না থাকলেও প্রধান শিক্ষকের পদ দখলের পাশাপাশি মিথ্যা তথ্য দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিজের নামে করিয়ে এনেছিলেন এমপিও। সেই ভুয়া এমপিও দিয়ে টানা ১১ বছর ৮ লাখ টাকার বেতন-বোনাসও তুলে নেন তিনি! কিন্তু বিধিবাম। শেষ পর্যন্ত তাকে ফেরত দিতে হলো সেই বেতন-বোনাসের টাকা। উপরন্তু আসামি হতে হয়েছে দুদকের করা মামলার চার্জশিটে। অভিনব জালিয়াতি করা এ প্রধান শিক্ষকের নাম শেখ মো. আরেফুল ইসলাম। তিনি নগরীর আবদুল হামিদ সওদাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের 'প্রধান শিক্ষকে'র দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দুদকের চার্জশিট

চট্টগ্রাম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে আরা বেগম বলেন, 'এমপিওভুক্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নিয়োগ পেতে অনার্সসহ মাস্টার্স এবং ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এর বাইরে কেউ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন না।' জালিয়াতির অভিযোগে আরেফুল ইসলামকে অভিযুক্ত করে গত ১৮ জানুয়ারি চট্টগ্রাম আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে দুদক। তবে অভিযুক্ত শেখ আরেফুল ইসলাম নিজেকে নির্দোষ দাবি করে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

দুদকের তদন্ত কর্মকর্তা চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক এইচ এম আখতারুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার পরও জালিয়াতি করে প্রধান শিক্ষক হয়ে যান শেখ আরেফুল। সরকারি নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে প্রধান শিক্ষক হিসেবে এমপিও নিয়ে আসেন। এ পদে বসার এবং এমপিও নেওয়ার কোনো যোগ্যতাই তার ছিল না। কারণ তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এইচএসসি। প্রধান শিক্ষক হতে গেলে প্রয়োজন ছিল ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। জালিয়াতি করে সরকারি অর্থ আত্মসাতের তথ্য-প্রমাণ পাওয়ায় আরেফুলকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।'

১৯৯৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর নগরীর আবদুল হামিদ সওদাগর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন আরেফুর। তখন তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এইচএসসি। এরপর ২০০২ সালের ২ মার্চ বিদ্যালয়টির তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আবুল ফজলকে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি প্রধান শিক্ষক পদ থেকে অব্যাহতি দেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত শেখ আরেফুরকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেন তিনি। কিন্তু কমিটিকে ম্যানেজ করে শেখ আরেফুর ২০০০ সালের মে মাসে মিথ্যা তথ্য দিয়ে নিজেকে প্রধান শিক্ষক দেখিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এমপিও করিয়ে আনেন। ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত করে সত্যতা পাওয়ায় ২০১২ সালের ২৮ মে শেখ আরেফুরকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে ভোগ করা বেতন-ভাতা সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ টাকা ফেরতও দেন আরেফুর। বিষয়টি দুদকে গড়ালে ২০১৩ সালের ২২ মে শেখ মো. আরেফুল ইসলামকে আসামি করে একটি দুর্নীতির মামলা করে দুদক। তদন্ত শেষে জালিয়াতির বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে আরেফুলকে অভিযুক্ত করে চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে চার্জশিট দেয় দুদক।